দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ 22 JUN 2016
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

ইউজিসি ও আমাদের শিক্ষা-গবেষণা

ড. শরীফ এনামুল কবির

শিক্ষার মান নিশ্চিতকরণ ও সুষ্ঠু পরিবেশের জন্য যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ, গবেষণায় বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নে জোর দেওয়া প্রয়োজন। এ উদ্যোগ বাস্তবায়নে ভূমিকাটা নিতে হবে ইউজিসিকেই। এ ক্ষেত্রে ইউজিসির তদারকি আরও বাড়াতে হবে

আমাদের দেশে আধুনিক ও আন্তর্জাতিক মানের গবেষণা খুব একটা চোখে পড়ে না। বিশ্বজনীনতার যুগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তন ও উন্নয়ন হচ্ছে। প্রতি বছর সফটওয়্যার নতুন ভার্সন পাচ্ছে, নতুন নতুন প্যাকেজ ও টুল বের হচ্ছে। এসবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সর্বশেষ আর্টিকেল, বই, রিপোর্ট সম্পর্কে অবগত না থাকলে আমাদের গবেষণার মান উন্নত হবে না। জ্ঞানচর্চা ও জ্ঞান-উৎপাদনের বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় তখন আমাদের পরাজয় হবে অবশ্যম্ভাবী। আমাদের দুর্ভাগ্য, অনেক বিভাগের শিক্ষকই শিক্ষকতার শুরুর দিকে কেবল বিভাগের নোটপত্র তৈরি করেন অথবা তার ছাত্রকালীন নোটই ক্লাস নেওয়ার জন্য ব্যবহার করেন। এভাবে চলতে থাকে বছরের পর বছর। ফলে তার জ্ঞানের গভীরতা ও পরিধি যেমন বাড়ে না, তেমনি শিক্ষার্থীরাও বঞ্চিত হয় প্রাগ্রসর জ্ঞানের সংস্পর্শ থেকে।

আবার আমাদের বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয়েই গবেষণারত শিক্ষার্থীদের আবাসন ব্যবস্থা নেই। হলে থাকার নিয়ম নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ে আবাসিক হল থাকার পরও পিএইচডি লেভেলে শিক্ষার্থীদের আবাসনের ব্যবস্থা না থাকাটা সুষ্ঠু গবেষণার জন্য অন্তরায়। এই প্রতিবন্ধকতা থেকেও উচ্চতর শিক্ষা কার্যক্রমকে মুক্ত করা জরুরি। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এখন আর মৌলিক কোনো গবেষণা হয় না বললেই চলে। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বেশিরভাগই প্রাইভেট। আমাদের দেশের চিত্র ভিন্ন। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার নাজুক চিত্র বিদ্যমান। আবার পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়েও ব্যাপারটি স্বস্তিদায়ক নয়। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষক-শিক্ষার্থীর জন্য আবাসন ব্যবস্থা নেই। উন্নত দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা সকাল আটটা-নয়টা থেকে রাত দশটা-এগারোটা পর্যন্ত গবেষণা করেন। সব বিশ্ববিদ্যালয়েই হাতেগোনা মাত্র কয়েকজন শিক্ষক গবেষণায় নিবেদিতপ্রাণ। তারা এটা করেন নেশার বলে। আসলে গবেষণা একটি টান, একটি আগ্রহ, একটি নেশা। দেশের শিক্ষকরা পদোন্নতির জন্য কেবল প্রয়োজনীয় গবেষণাটুকুই সম্পন্ন করেন। যে তিন-চারটা আর্টিকেল পদোন্নতিতে কাজে লাগবে, কেবল সেগুলোর জন্যই কাজ করেন। অথচ একজন শিক্ষকের প্রতিবছর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গবেষণা ও মানসম্মত আর্টিকেল থাকা বাঞ্ছনীয়। সম্প্রতি একটি জাতীয় দৈনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি ও এমফিল গবেষণা ডিগ্রি নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এতে আমাদের দেশের উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার নাজুক চিত্রটিই ফুটে উঠেছে। প্রতিবেশী ভারতসহ উন্নত দেশের পিএইচডি ডিগ্রি সম্পন্নের নিয়ম হলো, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শিক্ষার্থীকে দুই বা ততোধিক গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করতে হবে। একই সঙ্গে মানসম্মত জার্নালে প্রয়োজনীয় সংখ্যক আর্টিকেল প্রকাশ করতে হবে। আমাদের দেশে ইউজিসি এ নিয়ম চালু করতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনকেও সক্রিয় করা জরুরি। উন্নত দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রতিবছর অ্যালামনাইদের কাছ থেকে শিক্ষা ও গবেষণার উন্নয়নের জন্য বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার সংগ্রহ করে থাকে।

আন্তর্জাতিক মানের বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃতির পূর্বশর্ত হচ্ছে, উচ্চমানের গবেষণার অবকাঠামো তৈরি। এ কাঠামোতে প্রকাশিত গবেষণা জার্নালের মান নিয়েও প্রশ্ন থাকে। গবেষণার পিয়ার-রিভিউ প্রসেসে গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ধরন, গবেষকের রেপুটেশন, আগের পাবলিকেশন রেকর্ড প্রভৃতি বিষয় বিবেচনায় আনা হয়। বাংলাদেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ই এ সূচকে শীর্ষে নেই। আন্তর্জাতিক তো পরের কথা, এ কারণে এশিয়ার সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকাতেও বাংলাদেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম নেই। বাংলাদেশে এখন লিবারেল আর্টসে ভালো কিছু পিএইচডি প্রোগ্রাম পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু বিজ্ঞান গবেষণার অবকাঠামোগত দুর্বলতার জন্য মেধাবী শিক্ষার্থীরা দেশে উচ্চশিক্ষায় উৎসাহিত হন না। ভালো মানের গবেষকও গবেষণায় কিংবা শিক্ষার্থীদের জ্ঞানদানে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। যদিও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চমানের গবেষক ও বিজ্ঞানী রয়েছেন। এর আরেকটি কারণ শিক্ষা ও গবেষণার যোগ্যতা পরিমাপ করার সঠিক মানদণ্ড না থাকা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিশ্ববিদ্যালয়, উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, এমনকি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদে নিয়োগ দেওয়া হয় রাজনৈতিক পরিচয় ও লবিংয়ের ভিত্তিতে। এতে একশ্রেণির শিক্ষক গবেষণা ও উচ্চশিক্ষার পরিবর্তে রাজনীতিতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। নিয়োগপ্রাপ্তির পর ভবিষ্যতে একজন দক্ষ, জ্ঞানী, প্রজ্ঞাসম্পন্ন শিক্ষক হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় আত্মনিয়োগ না করে দলীয় রাজনীতির চক্রে আটকে যায়। তারা প্রশাসনের অনুকম্পায় পদোন্নতির জন্য উন্মুখ বসে থাকেন।

দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আন্তর্জাতিক অনেক বিশ্ববিদ্যালয়েরই সমঝোতা স্মারক রয়েছে। সমঝোতা স্মারকের লক্ষ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ফেলোশিপ দিয়ে ওই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পাঠানো এবং উচ্চশিক্ষা ও যৌথ গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি। এর মাধ্যমে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে আরও বেশি পরিচিত হওয়ার সুযোগ পায়। কিন্তু যুগোপযোগী জ্ঞানার্জন ও যৌথ গবেষণার এই সুযোগ আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে খুব সীমিত পর্যায়ে রয়েছে। অথচ এসব বিষয়ে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সক্রিয় তৎপরতা চোখে পড়ে না। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে যারা থাকেন তাদের মনোযোগ নিবদ্ধ থাকে নির্ধারিত সময় নির্বিঘ্নে পার করার প্রতি।

তবে আশার দিকও রয়েছে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে উদ্ভাবনী ও জবাবদিহিমূলক কার্যক্রমে উৎসাহ প্রদান ও অর্থায়নের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে 'হেকেপ' প্রকল্প চালু রয়েছে। ইউজিসির মাধ্যমে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, বিভাগ ও শিক্ষকদের অর্থায়ন করা হয়। এ প্রকল্পের মাধ্যমে কারিগরি ও প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধিতে জোর দেওয়া হয়। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষা ও গবেষণাকর্মের গুণগত মানোন্নয়নই এর লক্ষ্য। এ প্রকল্পে ২০০৯-২০১৩ পর্যন্ত প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ৬৮১.০৪ কোটি টাকা। ২০১৩ সালে এ প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় হয় ৭৫২.৬৬ কোটি টাকা। বিশ্বব্যাংকের সূচকে প্রকল্পটি সন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার পর বিশ্বব্যাংক প্রকল্পের মেয়াদ ২০১৩ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত বৃদ্ধি করেছে। এছাড়া বিভিন্ন কম্পোনেন্টের জন্য অধিকতর প্রকল্প সাহায্য দিতে সম্মত হয়েছে। এটি আমাদের উচ্চশিক্ষার জন্য যে ইতিবাচক ও উৎসাহমূলক তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

এ প্রকল্পের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে হাইস্পিড ইন্টারনেটের আওতায় আনা হয়েছে। কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিজিটাল ক্লাসরুম ও লাইব্রেরি স্থাপন করা হয়েছে। অচিরেই সব বিশ্ববিদ্যালয় এর আওতায় আসবে। কিছু পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থিরতা আছে। কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মান নিয়ে প্রশ্ন আছে। এগুলোর উন্নয়নেও প্রকল্পের মাধ্যমে কাজ করা হচ্ছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি প্রফেসরের সংকট রয়েছে। যারা এ ডিগ্রি অর্জন করতে চায়, তাদের জন্যও এ প্রকল্পে গবেষণার সুযোগ রাখা হয়েছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে আমাদের উচ্চশিক্ষার মান বৈশ্বিক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। 'হেকেপ' প্রকল্পের ব্যাপারে শিক্ষকদের আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে। গবেষণায় শিক্ষার্থীদের ব্যাপক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

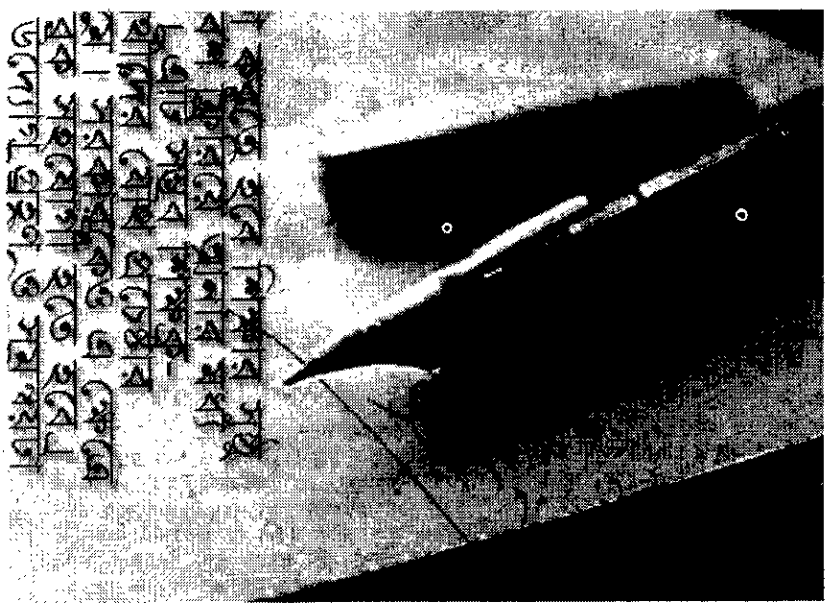

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাবহির্ভূত খাতের চেয়ে শিক্ষা-আনুষঙ্গিক খাতে ব্যয় বৃদ্ধি, নীতিমালা মেনে জনবল নিয়োগ, বিদ্যুৎ ও পরিবহন ব্যয় নিয়ন্ত্রণ এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়-ব্যয় সংক্রান্ত সুস্পষ্ট নীতিমালা থাকার বিষয়ে দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে সুপারিশ করে আসছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। কিন্তু এসব সুপারিশের কোনোটিই আমলে নেয়নি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। কিন্তু বছর ঘুরে প্রতিবার ওই একই সুপারিশ করা হয়। যেন ধারাবাহিক রুটিন ওয়ার্ক। প্রতিবেদনে শতাংশ হিসেবে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয়ের হিসেব মতে, মোট ব্যয়ের ৭২ ভাগ খরচ হয়েছে বেতন-ভাতাদি ও পেনশন খাতে, ১৬ ভাগ সাধারণ আনুষঙ্গিক ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং ১২ ভাগ শিক্ষা আনুষঙ্গিক খাতে। একটি বিশ্ববিদ্যালয় মানসম্মতভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের খুব কম অংশই বরাদ্দ দেওয়া হয়। মাত্র ১২ শতাংশ বরাদ্দ দিয়ে কীভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণার মান বাড়ানো যায়? এ ছোট্ট বরাদ্দ দ্বারা শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, শিক্ষা ও গবেষণার কাজ কীভাবে সম্ভব? বণ্টনকারী সংস্থা হিসেবে ইউজিসি কেবল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য অর্থ বণ্টন করে দেয়। সেই অর্থে মানসম্মত একটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার প্রত্যয়ে উদ্দীপ্ত প্রশাসন চাহিদার কতটুকু মেটাতে পারে, সে বিষয়গুলো সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ভাবনায় থাকে না। এটা একটা মহাসংকট। নিত্যদিন চাহিদা তৈরি হচ্ছে। কারণ বিশ্ববিদ্যালয় একটি চলমান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। সেই গতিকে সমুন্নত রাখতে চাই তাৎক্ষণিক চাহিদা পূরণের সুযোগ। সেক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের মাধ্যমে মাসিক একাডেমিক প্রতিবেদন সংগ্রহ করতে পারে।

শিক্ষকদের জন্য সর্বাধুনিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। ইউজিসি বা উচ্চশিক্ষা কমিশন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিয়ে নিয়মিত এ কর্মসূচি নিতে পারে। উচ্চশিক্ষা কমিশন শিক্ষকদের গবেষণায় উৎসাহিত করার জন্য স্পেসিফিক বিভাগভিত্তিক ফান্ড দিতে পারে। গবেষণা শেষ করার জন্য নিয়মিত তদারকি করতে পারে। শিক্ষকদের আন্তর্জাতিক মানের গবেষণা বা আর্টিকেলের জন্য বিশেষ বোনাসের ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে। শিক্ষকদের নিয়মিত ন্যূনতম ক্লাস-পরীক্ষা নেওয়ার ব্যাপারে বাধ্যবাধকতা আরোপ করতে হবে। ঠিকমতো ক্লাস, পরীক্ষা, আর্টিকেল পাবলিকেশন বা গবেষণা না থাকলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও নেওয়া যেতে পারে। কারিকুলাম বাস্তবায়নের পদ্ধতি, বিশেষ করে পরীক্ষা পদ্ধতি এবং পরীক্ষার ফল প্রকাশে অনাকাঙ্ক্ষিত বিলম্বও অনেকাংশে সেশনজট তৈরির জন্য দায়ী। এতে শিক্ষার মান প্রশ্নবিদ্ধ হয়। পরীক্ষা পদ্ধতি যুগোপযোগী করে একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী পরীক্ষার ফল প্রকাশ করলে সেশনজট কমতে পারে। ইউজিসি এ ক্ষেত্রে অবশ্যই পদক্ষেপ নিতে পারে।

শুরুটা করতে হবে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনার মধ্য দিয়ে। এটি সম্ভব শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে। সরকারকেও এ ক্ষেত্রে আন্তরিক সহযোগী হতে হবে। তবে উদ্যোগ গ্রহণ ও সমন্বয়টা করতে হবে ইউজিসিকেই। শিক্ষককে গবেষণায় উদ্বুদ্ধ করতে হলে তার গবেষণাকর্মে অর্থায়ন অপরিহার্য। এটি করতে হবে বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারকে। একজন ভালো গবেষককে গবেষণাকর্মে উৎসাহিত করতে হলে তার জন্য চাই প্রণোদনা প্যাকেজ। ইউজিসি দেশের সেরা গবেষকদের স্বীকৃতি দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে। এমন উদ্যোগ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকেও নিতে হবে। ভালো পরিবেশ, আর্থিক সুযোগ-সুবিধা না পেলে মেধাবীরা শিক্ষকতা পেশায় আসবেন না। সরকার শিক্ষা খাতে যে বরাদ্দ দেয়, তা আরও বাড়াতে হবে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভালো ফল অর্জনকারী শিক্ষার্থীদের একটি অংশ নানা বঞ্চনার শিকার হয়ে দেশের বাইরে গেছেন, তাদের বড় এক অংশ নিজ নিজ ক্ষেত্রে অত্যন্ত কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখছেন। কখনো রাজনৈতিক কারণেও এদের নিয়োগ দেওয়া হয়নি। এ সংস্কৃতি বন্ধ করতে হবে। শিক্ষার মান নিশ্চিতকরণ ও সুষ্ঠু পরিবেশের জন্য যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ, গবেষণায় বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নে জোর দেওয়া প্রয়োজন। এ উদ্যোগ বাস্তবায়নে ভূমিকাটা নিতে হবে ইউজিসিকেই। এ ক্ষেত্রে ইউজিসির তদারকি আরও বাড়াতে হবে। তবে স্বায়ত্তশাসিত বলে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ইউজিসিরও তেমন কিছু করার থাকে না।

আলোচ্য নিবন্ধের সার কথা এই, ১৯৭২-৭৩ সালে প্রণীত আইনবিধি, সংবিধি, চাকরিবিধি, পদোন্নতি নীতিমালা বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে অবশ্যই পরিবর্তন যোগ্য। অন্যদিকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মুনাফা ট্রাস্টি বোর্ডের হতে পারে—কিন্তু শিক্ষার গুণগত মান, পাঠদান প্রক্রিয়া, পাঠ্যবিষয় বা নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম এবং সার্বিক শিক্ষা কার্যক্রমে সরকারের নিয়ন্ত্রণ থাকা আবশ্যক। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরূপ স্থায়ী শিক্ষক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়েও থাকা উচিত। মোট কথা, টারশিয়ারি স্তরে শিক্ষানীতির একটা পরিবর্তন যুগপৎ চাহিদামাত্র।

লেখক : সদস্য, বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন
সাবেক উপাচার্য, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
skabir_ju@yahoo.com